মন্ত্রণালয়ে গেলেন সুফিয়া রহমান, কাজ সারলেন

ষ্টাফ রিপোর্টার -:-২০০৭-০১-১৫

আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায়ের পরেও সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. সুফিয়া রহমান গতকাল বস্তুতপক্ষে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অফিস করেছেন। মুখে তিনি বিদায় এবং নিজের জিনিসপত্র নেয়ার জন্য আসার কথা বললেও একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এ সময় মন্ত্রীর চেয়ারে বসে তিনি বেশ কয়েকটি ফাইলে স্বাক্ষর করেছেন। একাধিক সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে মন্ত্রীর কক্ষে ডেকে পাঠান এবং তাদের সঙ্গে বিদায়ী কুশল বিনিময় করেন। গতকাল বেলা ১১টায় জাতীয় পতাকাবিহীন একটি গাড়িতে করে তিনি মন্ত্রণালয়ে আসেন। একটি সূত্র জানায়, এ সময় তিনি কয়েকটি ফাইলে স্বাক্ষর করেন। এভাবে দুপুর আড়ইটা পর্যন্ত মন্ত্রীর কক্ষে কাজকর্ম করে তিনি চলে যান। অফিস করার সময়ে তিনি স্বাস্থ্যসচিব এহসানুল ফাত্তাহ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব দিদারুল আনোয়ার, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. শাজাহান বিশ্বাসসহ কয়েক কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠান। তারা সাবেক উপদেষ্টার সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কক্ষে দেখা করেন। পদত্যাগ করার পরও অফিস করার বিষয়ে জানতে চাইলে সুফিয়া রহমান সাংবাদিকদের বলেন, বৃহস্পতিবার আকস্মিকভাবে ঘটনা ঘটেছে। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে আমার বিদায় নেয়া হয়নি। তাদের সঙ্গে দেখা করতে ও নিজের কিছু জিনিস নেয়ার জন্যই এসেছিলাম। এ সময় তিনি কোনো ফাইলে স্বাক্ষর করেননি বলে জানান।

গতকালও কাজ করেছেন সুফিয়া রহমান

কাগজ ডেস্ক

সদ্য পদত্যাগকারী স্বাস্থ্য উপদেষ্টা গতকাল রোববার সকাল ১১টা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর আসনে বসে দাপ্তরিক কাজ করেছেন। খবর. বিডি নিউজ।

এ সময় ১৭টি ফাইলে তিনি স্বাক্ষর করেছেন বলে বিডি নিউজ'র প্রতিবেদক এহসানুল হক বাবুকে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সুফিয়া রহমানের সঙ্গে দেখা করেন স্বাস্থ্য সচিব এহসানুল হক ফাত্তাহসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

বিষয়টি জানতে চাইলে সুফিয়া রহমান বিডি নিউজকে টেলিফোনে বলেন, ব্যাক্তিগত জিনিস গোছগাছ করতে তিনি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে পদত্যাগ করার কারণে তিনি কারও কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেননি। গতকাল রোববার এই বিদায়পর্ব চলেছে। ফাইলে স্বাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি দাবি করেন, এরকম তথ্য সঠিক নয়।

অনলাইন সংস্করণ
নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়
জানুয়ারি ১৫, ২০০৭, সোমবার : মাঘ ২, ১৪১৩

পদত্যাগের দুদিন পরও সচিবালয়ে অফিস করলেন সুফিয়া রহমান!

হুমায়ুন কবির খোকন: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার পদ থেকে পদত্যাগের ২ দিন পরও বিধিবহির্ভূতভাবে গতকাল সচিবালয়ে অফিস করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সুফিয়া রহমান।

কোনোরকম প্রটোকল ছাড়াই গতকাল সকাল ১১টায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আসেন সুফিয়া রহমান এবং দুপুর ২টায় মন্ত্রণালয় ত্যাগ করেন। তার এই অফিস করা নিয়ে গতকাল গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

গত বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টাসহ ১০ উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। সেই অনুযায়ী উপদেষ্টা সুফিয়া রহমান সচিবালয়ের উপদেষ্টার অফিস বা চেয়ার ব্যবহার করতে পারেন না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ডা. সুফিয়া রহমান সকাল ১১টায় সচিবালয়ে আসেন। তিনি উপদেষ্টার অফিস কক্ষে নির্ধারিত চেয়ারে বসেন। এসময় তিনি বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলে ব্যাকডেটে স্বাক্ষরও করেন। এসময় অন্যান্য কর্মকর্তারা বিব্রত হয়ে পড়েন। পরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন তিনি। উলেখ্য, সুফিয়া রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তনি রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসকও। সম্পাদনা: ফরিদ আহমেদ

This page has been printed from the web site of The Daily Amader Shomoy (www.amadershomoy.com).
URL: http://www.amadershomoy.com/news.php?id=125458&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.cob-it.com/enews)

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ
জানুয়ারি ১৫, ২০০৭, সোমবার : মাঘ ২, ১৪১৩

ফজলুল ও সুফিয়া এখনো উপদেষ্টা!

বিডিনিউজ ২৪.কম : সদ্য বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই পদত্যাগী উপদেষ্টা বিচারপতি ফজলুল হক ও ডা. সুফিয়া রহমান এখনো সরকারের কাজ করছেন। ফজলুলের দাবি তিনি পদত্যাগ করেননি। আর সুফিয়া গতকাল রীতিমতো অফিস করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের পদ থেকে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের পদত্যাগের পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ফজলুল হক দাবি করছেন, তিনি এখনো মন্ত্রিসভার অংশ। ফজলুল হক গত শনিবার গভীর রাতে বলেছেন, তিনি এখনো যেমন পদত্যাগ করেননি তেমনি কেউ পদত্যাগ করতেও তাকে বলেননি।
প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে পদত্যাগ করেন বৃহস্পতিবার (জানুয়ারি ১১)। সেই সঙ্গে সবচেয়ে সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে অস্থায়ীভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব দেন ফজলুল হকের হাতে।
প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ফখরুদ্দীন আহমদের শপথ নেওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ভারপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সরকারি একটি ফাইলে তিনি সই করেছেন বলে দাবি করেন সাবেক বিচারপতি। তিনি বলেন, সেই ফাইলটি রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেছেন। তবে ফাইলট কি সংক্রান্ত তা তিনি বলেননি। তিনি বলেন, 'শনিবার এক সরকারি কর্মকর্তা এসে ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির একটি ফাইলে সই করার অনুরোধ করেন। তবে এতে তিনি তারিখ দিতে বলেন ১১ জানুয়ারি। কিন্' আমি তা প্রত্যাখান করি।' ফজলুল হক বলেন, 'আমি তাকে বলেছি যে আমি এখনো একজন উপদেষ্টা এবং মন্ত্রিসভার ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির প্রধান। কিন্' কর্মকর্তাটি চলে যান।'
তিনি আরো বলেন, 'এরপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যুগ্ম সচিব আমাকে বলেন যে প্রধান উপদেষ্টা পদত্যাগ করলে উপদেষ্টা পরিষদ আপনা থেকেই ভেঙে যায়।' ফজলুল হক বলেন, আমি তাকে জানিয়ে দেই যে আমি বিচারক ছিলাম। আমাকে আইন শেখাবেন না। তবে তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি আমাকে পদত্যাগ করতে বললে আমি পদত্যাগ করবো। কিন্' এখনো তিনি আমাকে তা করতে বলেননি।
এদিকে সদ্য পদত্যাগকারী স্বাস্থ্য উপদেষ্টা গতকাল রোববার সকাল ১১টা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর আসনে বসে দাপ্তরিক কাজ করেছেন।
এ সময় ১৭টি ফাইলে তিনি স্বাক্ষর করেছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। সুফিয়া রহমানের সঙ্গে দেখা করেন স্বাস্থ্য সচিব এহসানুল হক ফাত্তাহসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
বিষয়টি জানতে চাইলে সুফিয়া রহমান টেলিফোনে বলেন, ব্যক্তিগত জিনিস গোছগাছ করতে তিনি মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলেন। এছাড়া বৃহস্পতিবার রাতে পদত্যাগ করার কারণে তিনি কারো কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেননি। গতকাল এই বিদায়পর্ব চলেছে। ফাইলে স্বাক্ষরের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি দাবি করেন, এরকম তথ্য সঠিক নয়।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj
(www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.bhorerkagoj.net/news.php?id=35185&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)

পদত্যাগের পরও অফিস করেছেন সুফিয়া রহমান

স্টাফ রিপোর্টার ॥ পদত্যাগ করার পরও অফিস করেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা উপদেষ্টা ডা. সুফিয়া রহমান। রবিবার সকাল ১১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে বসে অফিস করেন তিনি। এ সময় তাঁর দফতরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। পরে তাঁকে 'ফেয়ার ওয়েল' দেয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। জানা গেছে, রবিবার অফিসে বসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের অনুমোদন করেন তিনি।

পাঠকের অন্তর জুড়ে যুগান্তর

জানুয়ারি ১৫, ২০০৭, সোমবার : মাঘ ২, ১৪১৩

এটা কী করে সম্ভব

যুগান্-র রিপোর্ট

সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপিকা ডা. সুফিয়া রহমান রোববার সচিবালয়ে অফিস করেছেন। খবর বিশ্বস্- সূত্রের। সূত্র জানায়, ডা. সুফিয়া রহমান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন ফাইল দেখেন এবং স্বাক্ষর করেন। তিনিএর আগের স্বাক্ষর করা ফাইলের আদেশ, নির্দেশ ও নোট ইত্যাদিতে সংযোজন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার একান্- সচিব (পিএস) জাফর রাজা চৌধুরী, সহকারী একান্- সচিব (এপিএস) মোঃ আবদুর রকিব তাকে সহায়তা করেন। এ সময় কক্ষে আর কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্-রের কর্মকর্তা-কর্মচারী হতভম্ব হয়ে পড়েন। প্রশ্ন উঠেছে, এটা কী করে সম্ভব?

রোববার সকাল ৯টায় পিএস জাফর রাজা চৌধুরী ও এপিএস মোঃ আবদুর রকিব অফিসে আসেন। তারা দু'জন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শলাপরামর্শ করেন। এরপর তারা বিভিন্ন ফাইল সাজাতে থাকেন। ডা. সুফিয়া রহমান বেলা ১১টায় সচিবালয়ে এসে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তার আগের (মন্ত্রীর অফিস কক্ষ) কক্ষে বসেন। এ সময় একান্- সচিবদ্বয় কিছু ফাইল সাবেক উপদেষ্টার কাছে নিয়ে যান। উপদেষ্টা ডা. সুফিয়া রহমান সেসব ফাইল দেখেন ও বিভিন্ন ফাইলে লেখালেখি করেন। সূত্র জানায়, বেশকিছু ফাইলের আদেশ, নির্দেশ ও নোটে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেন।

এক কর্মকর্তা বলেছেন,পদত্যাগের পর নিয়মানুযায়ী তার আর ওই অফিস কক্ষে প্রবেশের কথা নয়। কক্ষে প্রবেশ করে তিনি ফাইল দেখাশুনার কাজ কীভাবে করলেন তা বোধগম্য নয়। ডা. সুফিয়া রহমান বেলা আড়াইটায় অফিস ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে হৈচৈ পড়ে যায়।

১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির নির্দেশে ৯ উপদেষ্টার সঙ্গে ডা. সুফিয়া রহমানও পদত্যাগ করেন। এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে অধ্যাপিকা ডা. সুফিয়া রহমান যুগান্-রকে বলেন, তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে সচিবালয়ে যান। এ সময় তিনি বিভিন্ন স্-রের কর্মকর্তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

This page has been printed from the web site of Jugantor Daily News paper (www.jugantor.com).
URL: http://www.jugantor.com/online/news.php?id=42854&sys=3

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com/enews)